সংবাদ

তাং ... 6 JUN 2003 ...
পৃষ্ঠা ... ৪ ... কলাম ... ৪ ......

অভিমত

প্রসঙ্গ:ইংরেজি প্রথমপত্রের প্রশ্নপত্র

বৈদেহী

এই অভাগা দেশটিতে জন্মগ্রহণ করে সাম্প্রদায়িকতাকে বিভিন্ন বেশে আমাদের প্রত্যক্ষ করতে হয়েছে। যেমন ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতা: ২০০১ সালের নির্বাচনকে ঘিরে যার চণ্ডরূপ পরিলক্ষিত হয় ধর্মনিরপেক্ষ বাংলাদেশে। শাব্দিক সাম্প্রদায়িকতা: যেমন একজন পুরুষ যদি মুসলিম হন তার নামের পূর্বে জনাব, হিন্দু হলে শ্রী বা বাবু, খ্রিষ্টান হলে Mr. লিখতে হবে। সর্বজনগ্রাহ্য কোন সম্বোধনসমৃদ্ধ বাংলা ভাষা কোষাগারে আজও পাওয়া যায়নি। সাংস্কৃতিক বা আচরণগত সাম্প্রদায়িকতা: একজন মুসলিমকে অভিবাদন জানাতে বলতে হবে আসসালামু আলাইকুম, হিন্দুকে নমস্কার; নয়ত তারা অসন্তুষ্ট হতে পারেন। নামকরণের ক্ষেত্রেও সাম্প্রদায়িকতা লক্ষণীয়; হিন্দু হলে বাংলা নাম, মুসলিমদের জন্য আরবীয় নাম, খ্রিষ্টানদের ইংরেজি নাম। তো এসমস্ত সাম্প্রদায়িকতাকে মেনে নিয়েই চলছে আমাদের জীবন। কিন্তু এবার চলমান ২০০৩ সালের উচ্চ মাধ্যমিক ইংরেজি প্রথম পত্রের পরীক্ষা দিতে গিয়ে বাংলাদেশের ছাত্রছাত্রীবৃন্দ এক নতুন এবং ভিন্নতর সাম্প্রদায়িকতার শিকার হয়েছে। উচ্চ মাধ্যমিক ইংরেজি প্রথম পত্রের ১৪নং প্রশ্নটি ছিল এরূপ :

Write a paragraph of about 100 words based on the following questions. Your answers to the questions should give as much detail as possible: marks (14)।

এরপর ৬টি প্রশ্ন দেয়া আছে। হিসাব অনুযায়ী প্রতিটি প্রশ্নের মান প্রায় ২.৫। যেমন :

প্রথম প্রশ্ন : How did you celebrate the Eid-ul-Fitr this year?

অর্থাৎ Eid-Ul-Fitr কোন সম্প্রদায় বিশেষের ধর্মীয় অনুষ্ঠান নয়। এটি একটি রাষ্ট্রীয় উৎসব। অতএব ধর্ম-বর্ণ, গোত্র-ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে Eid-Ul-Fitr পালন প্রতিটি নাগরিকের অবশ্য কর্তব্য! তোমরা সেই কর্তব্য কে কতখানি পালন করেছ তার জবাবদিহি কর। কোন অমুসলিম ছাত্রছাত্রী যদি সত্যি কথাটি লিখে দেয় উত্তরপত্রে যে আমি অমুসলিম তাই Eid-Ul-Fitr পালন করিনি, তবে কি পরীক্ষক মহোদয় সন্তুষ্ট হবেন এই উত্তরে এবং প্রশ্নটির প্রাপ্য ২.৫ নম্বর তাকে দেবেন? তা আদৌ সম্ভব নয়। বরং পরীক্ষক মহোদয় যদি প্রশ্নকর্তার মতো সাম্প্রদায়িক মনোভাবের হয় তবে পরীক্ষার্থীর পুরো খাতাটিরই অবমূল্যায়ন ঘটতে পারে। কিংবা কোন দরিদ্র ছাত্রছাত্রী যদি উত্তর দেন, ঈদ Celebrate করার মতো প্রয়োজনীয় অর্থ আমার দরিদ্র কৃষক পিতার নেই, তাই ঈদ উদযাপনের প্রশ্নই আসে না- তবে কি পরীক্ষক সন্তুষ্ট হয়ে তাকে পুরো নম্বর দেবেন?

২য় প্রশ্ন : What did you find your mother and sister doing in the morning of the Eid day?

৩য় প্রশ্ন : What did you do in the morning?

চমৎকার প্রশ্ন। যারা ঈদ উদযাপন করেনি তারা কি জবাব দেবে এমন সরাসরি প্রশ্নের? যদি প্রশ্নটি এমন হতো যে write a paragraph on Eid-Ul-Fitr. কোন প্রশ্ন দেয়া না থাকত তো সমস্যা ছিল না। ঈদ উদযাপন করুক আর না-ই করুক পরীক্ষার্থী বাস্তবে মোটামুটি লিখতে পারত। যেমন ঈদ মুসলিম সম্প্রদায়ের একটি ধর্মীয় উৎসব (এক মাস সিয়াম সাধনার পর ঈদের চাঁদ দেখা দিলে তার) পরদিন ঈদ পালিত হয়। এদিন যে যার সাধ্যমতো ভাল খাবার খায়, নতুন জামা পড়ে, ঈদ মোবারক বলে একে অন্যকে শুভেচ্ছা জানায়, পুরুষ সদস্যগণ ঈদগাহ ময়দানে যায়, কোলাকুলি করে। অন্যান্য ধর্মাবলম্বীরাও ঈদের আনন্দে শরিক হয়। দরিদ্র জনগণ যাকাত পেয়ে খুশি হয়। বেতার, টিভি সুন্দর অনুষ্ঠান প্রচার করে। ৩ দিনের রাষ্ট্রীয় ছুটি ঘোষণা করা হয়। অনেকে গ্রামের বাড়ি চলে যায় ঈদ করতে ইত্যাদি। কিন্তু যখন জবাবদিহি করতে বলা হয়- তুমি কি করেছ, মা-বাবা-ভাই-বোন কি করেছে, তো যারা ঈদ পালন করেনি তাদের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য ভুল এবং মিথ্যা উত্তর লিখতে হবে।

৪র্থ প্রশ্ন : What did you find when you went to Eidgah?

মজার ব্যাপার এই যে, বাংলাদেশে শুধু মুসলিম পুরুষগণই ঈদগাহ ময়দানে যান নামাজ পড়তে, মহিলারা নন। তবে প্রশ্নকর্তা শুধু মুসলিম এবং ছাত্রদের জন্য এ প্রশ্নটি রেখেছেন? নয়ত হিন্দু বা অমুসলিম ছাত্রছাত্রী কিংবা মুসলিম নারী ছাত্রীটি কি জবাব দেবে এ প্রশ্নের? তাদেরকে ধর্মীয় অনুষ্ঠানের মতো একটি পবিত্র বিষয় নিয়েও মিথ্যাচার করে লিখতে হবে ঈদগাহ ময়দানে গিয়ে সকলের সুরে আমি নামাজ পড়েছি। শুধু পরীক্ষা পাসের জন্য তাকে এ মিথ্যার আশ্রয় নিতে হবে।

৫ম প্রশ্ন : What kind of feast was arranged at your residence for this occasion?

বাংলাদেশের মতো একটি দরিদ্র দেশে যেখানে ৬০% মানুষ দারিদ্র্যসীমার নিচে বাস করে, যে দেশের শতকরা ৮০ ভাগ ছাত্রছাত্রী নিম্নবিত্ত পরিবারের সন্তান, যারা জন্মাবধি অপুষ্টিতে ভোগে, [বাংলাদেশের ৫০% ছাত্রছাত্রী কোন না কোনরকম অপুষ্টিজনিত রোগের শিকার- WHO] তাদের কাছে যখন প্রশ্ন রাখা হয় ঈদের দিন তোমাদের বাড়িতে কি রকম feast arrange করা হয়েছিল, এর চেয়ে বড় প্রহসন আর কি হতে পারে? নাকি প্রশ্নকর্তাগণ শুধু বিত্তবান তথা 'বড়লোক' ছাত্রছাত্রীদের কথা মাথায় রেখেই এ Paragraphটি প্রশ্নপত্রে সংযুক্ত করেছেন? এর জবাব কে দেবে? উল্লেখ্য, এই ১৪ নং প্রশ্নের অলটারনেট কোন প্রশ্নও রাখা হয়নি পরীক্ষার্থীদের জন্য এবং এই প্রশ্নটির মান রাখা হয়েছে ১৪ নম্বর যা পুরো পত্রটির নম্বরের সাত ভাগের এক ভাগ। এ Paragraph-এর প্রতিটি প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিতে হবে পরীক্ষার্থীকে পাস নম্বর পেতে হলে।

এর মাধ্যমে আমরা প্রশ্নকর্তার কি মানসিকতার পরিচয় পাই? পাকিস্তান আমলেও বাংলা বা ইংরেজি ভাষার পত্রে এ ধরনের কোন প্রশ্ন থাকতো না।